



أَنَا مَوْلَى النَّبِيِّ الْعَلَمِ وَعَلَى بَابِهَا

এহাম্মীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

এহাম্মীয়া দীনহাও

Class 1

প্রকাশক

তান্জীমুল মাকাতিব
গোলাগঞ্জ লক্ষ্মী-৬৮

বেইছ্‌মে ছুব্‌হানোহু

এমামীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

এমামীয়া দীনিয়াত

[প্রথম শ্রেণীর জন্য]

I

ঃঃ পাবলিশার ::

তাবজিমুল মাকাতিব

গোলাগঞ্জ লক্ষ্মী- ২২৬০১৮

ফোন নং— ২৩৫১১৫

(ভারত)

মূল্য— Rs. 5.00

॥ বিচ্ছিন্নাহির রাহ্মানির রাহিম ॥

প্রথম পাঠ

খোদা

এই মাদ্রাসা কে
তৈরী করেছেন ? শ্রমিক ।
এই বই কে একজন শিক্ষিত
লিখেছেন ? ব্যক্তি ।
এই কলম কে কোনও কারখানার
তৈরী করেছেন ? শ্রমিক ।
তা'হলে কোনও না, প্রতি জিনিসের
জিনিস সৃষ্টিকর্তা একজন সৃষ্টিকর্তা
ব্যতীত সৃষ্টি হওয়া থাকা প্রয়োজন ।
সম্ভব ?
তা'হলে এই পৃথি-
বীর সৃষ্টিকর্তা কে ? আল্লাহ্ ।
আল্লাহ্ এবং খোদা আল্লাহ্ ও খোদা
কে ? একই সত্তা, তারই
দুটি নাম ।

দ্বিতীয় পাঠ

ওওহীদ

সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টি-

কর্তা কি একজন ? নিশ্চই এক ।

দুইজন খোদা কেন
হতে পারে না ?

দুইজন কর্মী থাকলে
একজন অপর জনের
মুখাপেক্ষী হয় এবং
যে মুখাপেক্ষী হয় সে
খোদা হতে পারে না,
বরং বান্দা হয় ।

দুইজন খোদা হলে
কি হত ?

দু'জনের মধ্যে বাগড়া
বিবাদ হত এবং সমস্ত
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত ।

খোদার মধ্যে
(কোনও অন্যায় (কু)
থাকা সম্ভব ?

কখনই না । কারণ
অন্যায়কারী ন্যায়
শিক্ষা দিতে পারে না ।

তৃতীয় পাঠ

ইসলাম

সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম কি ? ইসলাম ।

ইসলাম ছাড়া কি
অন্য ধর্ম আছে ? হ্যাঁ ।

ইসলাম কেবল শ্রেষ্ঠ ? কারণ খাদা এর
সৃষ্টিকর্তা বলে ।

ইহাকে পৃথিবীতে
কে এনেছেন ? আমাদের নবী হজ-
রত মুহাম্মাদ (ছঃ) ।

আমাদের নবীর পর
ইসলাম কিভাবে
টিকে আছে ? নবীর পর আমাদের
বারজন এমাম বজায়
রেখেছেন ।

বর্তমানে কোনও
এমাম আছে ? হ্যাঁ । দ্বাদশ এমাম
আমাদের দৃষ্টির
বাইরে (অদৃশ্য) আছেন

যারা আল্লাহ, রাসুল ও
এমামদের স্বীকার করে

(মেনে চলে) তাদের মুসলমান

কি বলা হয় ?

—(মোমিন) ।

চতুর্থ পাঠ

ছেফাতে ছুবুতীয়া

খোদার গুণাবলী তার গুণাবলী কেউই
কি কি ? পরিমাপ করিতে পারে
না ।

ছেফাতে ছুবুতীয়া যে সমস্ত গুণ খোদার
কাকে বলে ? মধ্য পাওয়া যায় তাহা-
কে ছেফাতে ছুবুতীয়া
বলে ।

খোদার গুণাবলীর মধ্য হতে আটটি নিম্নে
দেওয়া হল ।

১। কদীম—অর্থাৎ সর্বদা আছে ও সর্বদা
থাকবে ।

২। কাদির—অর্থাৎ সমস্ত কাজ করতে
পারে ।

৩। আলীম—অর্থাৎ সব কিছু জানে ।

৪। হাই—অর্থাৎ এরূপ জীবিত যে
কখনও মরতে পারে না।

৫। মুদ্রিক—অর্থাৎ চোখ, কান ব্যতি-
রেক দেখে ও শোনে।

৬। মুরীদ—অর্থাৎ যা ইচ্ছা হয় করে, যা
ইচ্ছা হয় না করে না।

৭। মুতাকাল্লিম্—অর্থাৎ মুখ ছাড়াই কথা
বলে।

৮। ছাদিক্—অর্থাৎ সত্যবাদী।

- ৬। খোদা মহল্লেহাওয়াদিছ নয়— অর্থাৎ তার কোন পরিবর্তন হয় না।
- ৭। খোদা লা-শরিক—অর্থাৎ তার কোন অংশীদার নেই।
- ৮। ছফাতে য়ায়েদ নয়— অর্থাৎ তার গুণাবলী পৃথক নয়, তার যাত ও গুণাবলী একই।

ষষ্ঠ পাঠ

আদল

এষিৎ বদনাম্ব কারণ, সে অত্যাচারী
কেব ? ছিল ।

অত্যাচারী কাকে যার মধ্যে কোন দোষ
বলে ? পাওয়া যায় তাকে
অত্যাচারী বলে ।

লোক অত্যাচারী- অত্যাচারীকে লোক
কে ভালবাসে না ঘৃণা করে ।
ঘৃণা করে ।

অত্যাচারী সুবিচার
করতে পারে ? না ।

তা'হলে খোদা কি কখনই না । কারণ,
অত্যাচারী অত্যাচার দোষ ।
(জালিম) ? আর খোদার মধ্যে
কোন দোষ নেই ।

খোদা কেন অত্যা-
চারী হতে পারে
না ?

খোদাকে ক্রয়ামতের
দিন বিচার করতে
হবে। যেহেতু, অত্যা-
চারী বিচার করতে
পারে না।

খোদা কেমন ?

খোদা আদিল। নিজে
বিচার করে ও সকল-
কে বিচারের আদেশ
দেয়।

সপ্তম পাঠ

কেন্সামত্

কেন্সামত্ কি ?

কেন্সামত্ এমন দিন
যেদিন ভাল লোকদের
পুরস্কার ও মন্দ লোক-
দের শাস্তি দেয়া হবে ।

সেদিন কবে
আসবে ?

সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস
হওয়ার পর ।

যখন পৃথিবী ধ্বংস
হবে তখন কি
হবে ?

আল্লাহ পুনরায় সকল-
কে জীবিত করবে এবং
তাদের বিচার করবে ।

বিচার কি ?

ভালমন্দ দেখা এবং
ছওয়ার ও আঘাব দেয়া ।

আঘাব ও ছওয়ার
কি ?

কেন্সামতের শাস্তিকে
আঘাব ও পুরস্কারকে
ছওয়ার বলে ।

অষ্টম পাঠ

নবুওয়াত্

আমরা কোথা
থেকে এসেছি ? খাদার নিকট থেকে ।

আমাদের কোথায়
যেতে হবে ? খাদার দরবারে ।

আমাদের কিভাবে
জীবিত থাকতে হবে ? যেমন ভাবে খাদা
চায় ।

খাদার আদেশ
কিভাবে জানা যাবে? নবীর দ্বারা ।

কে নবী নিযুক্ত
করেন ? আল্লাহ্ ।

নবী কেমন
হবেন ?

আমরা মুর্থ হয়ে জন্মাই
তিনি জ্ঞানী হয়ে জন্মা-
বেন । আমাদের ভুল
হয় তাঁর ভুল হবে না ।
আমাদের মধ্যে দুর্বলতা
আছে, তাঁর মধ্যে দুর্ব-
লতা হবে না । তিনি
আমাদের সত্য পথ
প্রদর্শকের প্রত্যাশী
হবেন না ।

নবম পাঠ

পাঁচ বড় রাছুল

সব নবী কি না, তাঁদের মধ্যে ছোট
সম্মান ? বড় আছেন ।

তাঁদের কি কি নবী, রাছুল ও উলুল
বলা হয় ? আজ্‌ম্ ।

নবী কে হন ? যার কাছে আল্লাহর
দেয়া জ্ঞান থাকে ও
যিনি পবিত্র জীবন-
যাপন করেন ।

রাছুল কে হন ? বান্দাদের হেদায়েতের
জন্য যাকে আল্লাহ্
পাঠায় ও যিনি বান্দা-
দের খোদার দিকে
নির্দেশ দেন ।

উলুল আজম্ (যে রাছুল খাদার
কে ? নিকটে থেকে পুস্তক ও
শরীয়ত নিয়ে আসেন ।

উলুল-আজম্ হযরত নূহ্ (আঃ)
রাছুলগণের নাম হযরত ইব্রাহিম (আঃ)
বল ? হযরত মুছা (আঃ)
হযরত ইছা (আঃ) ও
হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা
(ছঃ) ।

রাছুল কত জন ? তিনশত (তের জন ।
নবী কত জন ? একলাখ চব্বিশ হাজার
সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর আমাদের রাছুল হয-
কে ? রত মুহাম্মাদ মুস্তাফা
ছাল্লাল্লাহে আলায়হে
ওয়া আ-লেহী ওয়া-
ছাল্লাম ।

দশম পাঠ

আছমানী পুস্তকাবলী

পয়গম্বরদের দ্বারা তাওর্যাত, ইঞ্জীল,
আনা পুস্তকগুলি যাবুর ও ক্রোর আন ।
কি কি ?

তাওর্যাত কে

এনেছেন ?

ইযরত মুছা (আঃ)

ইঞ্জীল কে এনেছেন? ইযরত ইছা (আঃ)

যাবুর কে এনেছেন? ইযরত দাউদ (আঃ)

ক্রোর আন কে ইযরত মুহম্মাদ

এনেছেন ? মুস্তাফা (ছঃ) ।

ক্রোর আনের মাত্য-

কারীকে কি বলা হয় ? মুসল্ মাত ।

অবশিষ্ট পুস্তকগুলি

মাত্যকারীদের কি

বলা হয় ?

আহ্লে কেতার ।

এ পুস্তকগুলি কি
হয়েছে ?

তাদের যুগ শেষ হয়ে
গেছে এবং তাদের
মান্যকারীরা সেগুলি
নষ্ট করে দিয়েছে।

কোরআন কেন
বর্তমান থাকল ?

ইহা শেষ পুস্তক।
ইহাকে ক্রয়ান্নত
পর্যন্ত থাকতে হবে।
ইহাকে খোদা বজায়
রেখেছে ও রাছুলের
আহলে বায়েত রক্ষা
করেছেন।

একাদশ পাঠ

এমামত

শেষ রাছুলের পর
উম্মাতের পথ নির্দি-
শক কে ?

এমাম ।

এমাম কত জন ?

চার জন ।

তাদের এমাম কে
বানিয়েছে ?

খাদা ।

আমরা কিভাবে
জানলাম ?

রাছুলে আকরম
(ছঃ) বলেছেন ।

রাছুলের পর তাঁদের
কিভাবে চেনা যায় ?

মোজেযার দ্বারা ।

মোজেযা কি ?

যে কাজ নবী বা
এমাম করতে পারেন
অন্য ব্যক্তি পারে না ।

যেমন হযরত রাছুল
(ছঃ) চাঁদ দুখণ্ড করে-
ছেন ও হযরত আলী
(আঃ) ডুবন্ত সূর্য্যাকে
ফিরিয়েছেন ।

যদি কোন ব্যক্তি
এমামকে ত্যাগ
করে ?

তার মৃত্যু মুর্থতার
মৃত্যু হবে ও তার
ঠিকানা জাহান্নাম হবে।

এমাম থাকা কি
প্রয়োজন ?

নিশ্চয়। এমাম ধর্মের
দায়িত্বশীল । এমা-
মের জন্য পৃথিবী
বজায় আছে । এমা-
মেরই দ্বারা খাদাকে
চেলা যায় ।

দ্বাদশ পাঠ

পঞ্জতন, পাক

পঞ্জতন কে ?

হযরত রাছুলে (খাদা
(ছঃ), হযরত আলীয়ে
মুর্তায়্যা (আঃ), হযরত
ফাতেম্যা যাহ্‌রা (ছঃ),
হযরত হাছানে মুজ-
তাবা (আঃ), হযরত
এমাম হোছায়েন (আঃ)।

তাদের পঞ্জতন
পাক কেন বলা
হয় ?

যখন এই পাঁচজন একই
চাদরের মধ্যে একত্রিত
হয়েছিলেন তখন আ-
য়াতে তত্‌হীর (পবিত্র-
তার আয়াত) এসেছিল।

আয়াতে তত্‌হীর
কি ?

কোরআন মজিদে
একটি আয়াত যাতে

আহলেবায়েতকে পরিব্র-
বলে ঘোষণা করা হয়েছে

এই চাদরটি
কার ?

জনাব ফাতেমার একটি
চাদর যার মধ্যে তাঁর
একত্রিত হয়েছিলেন ।

এই ঘটনা কি-
ভাবে জানা যায় ?

‘হাদিছে কেছা’ দ্বারা ।
যা সর্বদা পাঠ করা হয়
ও যার বরকতে দোওয়া
কবুল হয় ।

পঞ্জতন পাকের
বরকতে কি দো-
ওয়া কবুল হয় ?

নিশ্চয় । তাঁদের ওয়া-
ছিলায় নবীদের দোওয়া
কবুল হয়েছিল এবং
তারাই ইঁহাদের ওয়া-
ছিল। বাবিয়েছেন ।

চতুর্দশ পাঠ

চোদ্দ মা'ছুম

(চোদ্দ মা'ছুম কে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা
(ছঃ), হযরত ফাতেমা
যাহরা (ছঃ) ও বার
এমাম ।

মা'ছুম কাকে
বলে ?

যাঁর কোন রকম ভুল-
ভ্রান্তি হয় না ও যিনি
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত
পাক ও পবিত্র থাকেন ।

তারা মা'ছুম
কেন ?

খোদা হেদায়েতের জন্য
তাদের পাঠিয়েছে ।
তারা ভুল ভ্রান্তি করলে
সমগ্র ধর্মই বরবাদ
হয়ে যাবে ।

(চান্দ মা'ছুমদের হযরত রাছুলে (ছঃ)
 সম্পর্ক কি ? খাদা হযরত ফাতেমা
 যাহরার (আঃ) বাবা,
 ও হযরত ফাতেমা (আঃ)
 হযরত আলী (আঃ)-এর
 স্ত্রী, হযরত আলী (আঃ)
 হযরত এমাম হাছান
 (আঃ) ও হযরত এমাম
 হোছায়েন (আঃ) এর
 বাবা এবং অবশিষ্ট
 এমামগণের মধ্যে প্রতি
 এমাম পূর্ব এমামের
 সন্তান ।

পঞ্চদশ পাঠ

নামায

নামায কি ?

আল্লাহ পাকের এবাদত ও মুসলমানদের পরিচয় ।

নামাযের উপকারিতা কি ?

নামাযীর ঘরে বরকত হয়, তার উপর খাদা ও রাছুল (ছঃ) সন্তুষ্ট থাকেন এবং সে জান্নাতের অধিকারী হয় ।

বেনামাযী কিরূপ হয় ?

তার উপর খাদা ও রাছুল অসন্তুষ্ট থাকেন ও সে প্রকৃত মুসলমান হয় না ।

নামায কাকে পড়তে হয় ?

নামায সকলকেই পড়া অবশ্যই দরকার । ১৫

বছরের ছেলে ও ৯ বছ-
রের মেয়ের উপর
নামায ওয়াজিব ।

প্রত্যহ নামায পাঁচবার । ফজর,
জোহর, আছর, মাগ-
রিব ও এশা ।

এই নামাযগুলি কত কত রাকাত
পড়তে হবে ?

ফজরের দু'রাকাত,
জোহরের চার রাকাত,
আছরের চার রাকাত,
মাগরিবের তিন রা-
কাত ও এশার দার
রাকাত । মোট সাতেরো
(১৭) রাকাত ।

ষষ্ঠদশ পাঠ

রোযা

রোযা কি ?

ফজরের আযান থেকে
মাগরিব পর্যন্ত খাদার
আদেশে খাওয়া দাওয়া
প্রভৃতি ত্যাগ করা ।

রোযা কখন ওয়া-
জিব হয় ?

রমযান মাসে ।

প্রতি মুসলমান-
কে কি রোযা
রাখা উচিত ?

হ্যাঁ । কিন্তু যদি অসুস্থ
বা মুছাফির হয় তবে
তার উপর ওয়াজিব নয় ।

রোযার উপ-
কারিতা কি ?

খাদা সন্তুষ্ট হয়, ছওয়ার
পাওয়া যায়, সুস্থতা ও
সাহস বৃদ্ধি হয় ।

যারা রোযা রাখেন
না তাদের কি
হবে ?

মৃত্যুর পর দোযখে যাবে
ও পৃথিবীতে প্রতি রো-
যার বদলে ৬১টি করে
রোযা রাখতে হবে ।

সকলকে কি এত
গুলি রোযা রাখতে
হবে ?

না । যদি কেহ অসুস্থ
বা মুছাফির হওয়ার
কারণে রোযা না রাখে
তবে ঈদের পর প্রতি
রোযার জন্য একটি করে
রোযা রাখতে হবে ।

ঈদ কি ?

রমযান মাস শেষে
প্রথম দিন ।

ঐদিন কি করা
উচিৎ ?

ফেরা দেয়ার পরে দু'-
রাকাত নামায পড়া
উচিৎ ।

সপ্তদশ পাঠ

হজ্জ্

মানুষ হাজী
কিভাবে হয় ?

হজ্জ্ করার জন্য ।

হজ্জ্ কি ?

আল্লাহর ঘরের নিকট
এক বিশেষ এবাদাতের
নাম ।

আল্লাহর ঘর
কোথায় ?

মক্কায় ।

এই এবাদাত
কখন হয় ?

জিল্‌হিজ্‌ মাসের ৯,
১০ ও ১১ তারিখে ।

লোক কেন হজ্জ্
করতে যায় ?

আল্লাহর আদেশ ।
তার ঘরের ঘেঁষারত
হয়, অনেক ছওয়াব হয়,
এবং পৃথিবীতেও সম্মান
পায় ।

আল্লাহর ঘরের
নাম কি ?

কা'বা ।

উহাতে কে জন্ম-
গ্রহণ করেছেন ?

আমাদের প্রথম এমাম
হযরত আলী আলাই-
হিছ্‌ছালাম ।

কার উপর হজ্জ
ওয়াজিব হয় ?

যার নিকট মক্কা পর্য্যন্ত
যাতায়াতের খরচ থাকে
ও যার কোন কঠিন
রোগ প্রভৃতি নেই ।

প্রতি বছর কি
হজ্জ ওয়াজিব
হয় ?

না । জীবনে একবার-
তারপর ছুস্মত ।

অষ্টদশ পাঠ

যাকাৎ

ফসল কাটার পর
গরীবদের কি
দেয়া হয় ?

যাকাৎ ।

যাকাৎ কি ?

যব, গম প্রভৃতির মাধ্যমে
গরীবদের দেয়া অংশ-
কে যাকাৎ বলে ।

যাকাৎ কি ওয়া-
জিব ?

হ্যাঁ । যার জমি আছে
ও ভাল উৎপাদন হয়
তাকে যাকাৎ দিতে হবে ।

যাকাতের উপ-
কারিতা কি ?

গরীবদের ক্ষুধা নিবী-
রণ হয় ও ঘালে বর-
কত হয় ।

ঐদের দিনে গরীব- ইহা ফেতরা, একেও
 দের চাউল বা ঘাকাৎ বলে । ইহা
 টাকা পয়সা কেবল গরীবদের ঐদ পাল-
 দেয়া হয় ? বের একটি উপায় ।
 ইহা দেয়াও ওয়াজিব ।

কোন কোন জিনিষে সোনা-রুপার মুদ্রা,
 ঘাকাৎ ওয়াজিব ? যব, গম, আঙ্গুর, উট,
 গরু ও ছাগলের উপর ।

ফসলের কতটা
 উৎপাদনের উপর ৮৪৭ কিলোগ্রাম বা
 ঘাকাৎ ওয়াজিব হয়? তার অধিক ।

নোটের উপর কি
 ঘাকাৎ ওয়াজিব না, এর উপর খুসুছ
 হয় না ? ওয়াজিব ।

উনবিংশ পাঠ

খুসুছ্

খুসুছ্ কাকে
বলে ?

মালের পঞ্চম ভাগকে
খুসুছ্ বলে ।

খুসুছ্ কার উপর
ওয়াজিব হয় ?

প্রতি মুসলমানের উপর
ওয়াজিব হয় ।

খুসুছ্ কখন ওয়া-
জিব হয় ?

বছরের শেষ দিনে অব-
শিষ্ট মালের উপর
খুসুছ্ ওয়াজিব হয় ।

খুসুছ্ কাকে
দিতে হয় ?

খুসুছ্ দু'ভাগ করা হয় ।
এক ভাগ গরীব ছয়েদ-
দের ও অপর ভাগ
এমাম (আঃ) কে দিতে
হয় ।

এমামের অংশ
কাকে দেয়া হয় ?

এমামের নামের মুজ-
তাহিদকে ।

এমামের সাথে ধর্ম ও সম্মানের সব
কি করবেন ? কাজ পূরো করবেন ।
ধর্মীয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা,
প্রচার ও সম্মানকে
রক্ষা করবেন ।

যদি কোন ব্যক্তি তাকে এমামের হক
খুসুছ না দেয়, (প্রাপ্য) লুণ্ঠকারী বলা
তা'হলে ? হয় ও সে এমামের
প্রকৃত বন্ধু হতে পারে
না ।

যার খুসুছ জানা যখন জানতে পারবে
বেই সে কি তখন যুজ্-তাহিদকে
করবে ? জিজ্ঞাসা করে খুসুছ
দিতে হবে যাতে খাদা
ক্ষমা করে ।

বিংশ পাঠ

জেহাদ

জেহাদ কাকে বলে ?

রাছুল (ছঃ) বা এমাম (আঃ) এর অনুমতিতে যে যুদ্ধ হয় তাকে জেহাদ বলে।

ধর্ম রক্ষার জন্য কি জেহাদ প্রয়োজন ?

হ্যাঁ, যখন ধর্মের শত্রু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় তখন যুদ্ধের প্রয়োজন।

জেহাদে রাছুল বা এমামের অনুমতি কেন প্রয়োজন ?

রাছুল ও এমামের দ্বারা ভুল হয় না। তাঁদের অনুমতিতে বাহক রক্ত পাত হয় না।

এমামের অদৃশ্য-কালে যদি শত্রুরা আক্রমণ করে ?

প্রতিরক্ষা করা সকলের জন্য ওয়াজিব হবে।

জেহাদে মৃত সে শহীদ বলে গণ্য
ব্যক্তির কি হবে ? হবে খাদার নিকট
জীবিত থাকবে । তার
খাদ্য মিলবে ও অশেষ
ছওয়ার পারে ।

একবিংশ পাঠ

আমর বিল্, মা'-রুফ

আমর বিল্,
মা'-রুফের অর্থ
কি ?

সংকাজ ত্যাগকারীদের
সংকাজ করার জন্য
প্রস্তুত করা এবং সুপথ
ত্যাগকারীদের সুপথে
আবার নাম আমর
বিল্, মা'-রুফ ।

আমর বিল্, মা'-
রুফ কি প্রয়ো-
জনীয় ?

নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় ।

আমর বিল্,
মা'-রুফের প্রয়ো-
জন কেন ?

যেমন অন্ধকে রাস্তা বা
বলা, অন্ধকারে আলো
বা দেখানো একটা অপ-
রাধ তেমনি ব্যাঘের

আদেশ বা দেয়া এবং
দুটিয়া (মানুষ)কে সঠিক
রাষ্ট্রায় বা নিয়ে আসাও
অপরাধ ।

যারা শুধুমাত্র বি- এইরূপ ব্যক্তির স্বার্থ-
জের ছুওয়ানের পর বলে গণ্য হয় এবং
চিন্তায় বাস্তব এবং স্বার্থপরতা খুবই দোষ-
অন্যদের সংপথে তীয় ।
আনে বা তাদের
কি বলা হয় ?

দ্বাবিংশতি পাঠ

নাহী আনিল্ মুনকর

কোনও ব্যক্তি গর্তে গর্তে পড়েনোমুখ ব্যক্তি-
পড়ে যাচ্ছে বা কে বলা উচিত এখানে
নদীতে ডুবছে তখন গর্ত আছে এবং নদী-
কি করা উচিত? তে ডুবন্ত ব্যক্তিকে
উদ্ধারের চেষ্টা করা
উচিত।

যারা কোন ব্যক্তিকে এমন ব্যক্তির খুবই
গর্তে পড়া, নদীতে খারাপ। আর যারা
ডোবা থেকে না জানতে পারবে তারা
বাঁচায় তারা কেমন? ওদেরকে খারাপ
বলবে।

গর্তে পড়ে যাওয়া বা
নদীতে ডুবে যাওয়া
বেশী খারাপ না
অন্যায়ে লিপ্ত হওয়া অন্যায়ে লিপ্ত হওয়া
বেশী খারাপ? বেশী খারাপ।

অন্যায়ে লিপ্ত পড়ে যাওয়া ও ডুবে
ব্যক্তি নদীতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিদের এহ-
কাল নষ্ট হয় কিন্তু অ-
ন্যায়ে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তি-
দের থেকে কেন
থারাপ ?

এহকাল ও পর-
কাল উভয়ই নষ্ট হয় ।

যারা নিজের
বাচ্চাদের এবং
পরিবারের ও মজ-
হবের লোকদের
অন্যায় থেকে
নিষেধ না করে
তারা কেন ?

এমন ব্যক্তিরা ওদের
থেকেও থারাপ যারা
কোন ব্যক্তিকে গর্তে
পড়তে দেয় বা নদীতে
ডুবেতে দেয় ।

অন্যকে অন্যায়
থেকে বিরত রাখাকে
কি বলা হয় ?

নাহি আনি ল্ মুন কর্ ।

ত্রয়োবিংশ পাঠ

তাওয়াল্লা ও তাবার্রা

তাওয়াল্লা কি ?	ভাল লোকদের ভাল- বাসা ।
তাবার্রা কি ?	মন্দ লোকদের ঘৃণা করা ।
ইসলামে ভাল লোক কে ?	যে ব্যক্তি সর্বদা খাদার এবাদাত করে ।
মন্দ ব্যক্তি কে ?	যে ভাল লোকদের শত্রু মনে করে ।
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কারা ?	খাদার রাছুল (ছঃ) ও তাঁর আহলে বায়েত (আঃ) যাদের মধ্যে কোন দোষ পাওয়া যায় না ।

সব থেকে মন্দ উক্ত হযরতদের শত্রু ও
ব্যক্তি কারা ? তাঁদের ত্যাগকারীরা ।

তাওয়াল্লা ও সংলোকদের ভালবাসা
তাবার্রার উপ-মানুষকে সং করে ও
কারিতা কি ? অসংলোকদের প্রতি
ঘৃণা থেকে অসতের
প্রতি ঘৃণা জন্মায় ।

তাওয়াল্লা ও সং ব্যক্তিদের ন্যায়
তাবার্রার কাজ করা ও তাদের
নিয়ম কি ? শত্রুদের কাজ ত্যাগ
করা ।

চতুর্বিংশ পাঠ

আমাদের কি করা উচিত

- ১। খাদ্যাদি এতদাত করা উচিত।
- ২। রাছুল (ছঃ) ও এমামের আজ্ঞা পালন করা উচিত।
- ৩। পিতা-মাতার খেদমত করা উচিত।
- ৪। গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা উচিত।
- ৫। শিক্ষককে সম্মান করা উচিত।
- ৬। নিজ পাঠ মনে রাখা উচিত।
- ৭। সকলকে সালাম করা উচিত।
- ৮। পথত্র্যস্ত লোকদের পথে আনা উচিত।
- ৯। সংলোককে (আল্লাহ্, ওয়ালাদের)
ভালবাসা উচিত।
- ১০। খাদ্যাদি শত্রুদের ঘৃণা করা উচিত।

পঞ্চবিংশতি পাঠ

॥ বিচ্ছিন্নাহির্ রাহ্মানির্ রাহিম ॥

কুল আউযো বে রাব্বিলাছে, মালেকীত্-
নাছে এলাহিত্ নাছে মিত্ শাররিল ওয়াছ্
ওয়াছিল্ খান্নাছিল্ লাযী ইয়ো ওয়াছ্
ওয়েছো ফি ছাদুরিলাছে, মেনাল্ জিমাতে
ওয়ামাছ্ ।

ষষ্ঠবিংশতি পাঠ

॥ বিচ্ছিন্নাহির্ রাহ্মানির্ রাহিম ॥

কুল আউযো বে রাব্বিল্ ফালাক্ মিত
শাররে যা খালাক্কা, ওয়ামিত্ শাররে
গাছেকীত্ এয়া ওয়াক্বাবা ওয়ামিত্ শার-
রীত্ তাফ্ ফাছাতে ফিল্ ওক্বাদে ওয়ামিত্
শাররে হাছেদিত্ এয়া হাছাদ্ ।

সপ্তবিংশতি পাঠ

॥ বিচ্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌ম্যানির্‌ রাহিম ॥

ওয়াল্‌ আছ্‌রে ইমাল্‌ ইন্‌ছাবা লাফী খুছ্‌
রিন্‌ ইল্লাল্লাযীনা আ-ম্বানু ওয়া আ'ম্মেলুছ্‌
ছালেহা-তে ওয়া তাওয়াছাও বিল হাক্ককে
ওয়া তাওয়াছাও বিচ্‌ছাবর্‌।

অষ্টবিংশতি পাঠ

॥ বিচ্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌ম্যানির্‌ রাহিম ॥

লে-ই-লা-ফে কোরায়শিন্‌ ই-লাফেহিম্‌
রেহ্‌লাতশ্‌ শেতা-এ ওয়াছ্‌ ছায়েফ্‌।
ফাল্‌ ইয়া বোদু রাব্বা হাম্মাল বায়তিল
লাযী আত্‌আ'ম্বাহুম্‌ মিন জু-য়িওঁ ওয়া
আম্বাহাহুম্‌ মিন্‌ খাওফ্‌।

নববিংশতি পাঠ

॥ বিছ্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌ম্যানির্‌ রাহিম ॥

আলাম্‌ নাশ্‌রাহ্‌ লাকা ছাদ্‌রাকা ওয়া
ওয়াযা'না আন্‌কা উইয়্‌রাকাল্‌ লাযী
আন্‌ক্রাযা জাহ্‌রাকা ওয়া রাফা'নালাকা
যিক্‌রাক্‌ । ফা ইন্ন্যা মা'-আল উছরে ইউ-
ছ্‌রান্‌ ইন্ন্যা মা'-আল উছরে ইউছ্‌রা ।
ফা এযা ফারাগ্‌তা ফান্‌ছাব্‌ ওয়াএলা
রাব্বেকা ফার্‌গাব্‌ ।

॥ স মা গু ॥

